দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। একদিকে ফলাফল প্রকাশের বিলম্ব অন্যদিকে প্রকাশিত ফলাফলের চিত্র–কোনটাই দেশ ও জাতির জন্য সুখকর নয়। ১৯৮৯ সালের এই ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষায় পাসের হার বিএ (পাস) ২৩'৩৯ ; বি,এস-সি (পাস) ২৭'৫ ; বিকম (পাস) ২৫'০৬ ভাগ। সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় পাসের হার বিএ ৬৯'৫৮ বি,এস-সি ৩৭'৭ ; এবং বিকম ১৭'২৭ ভাগ। ফলাফলে আরও দেখা যাইতেছে, বিএ পাস পরীক্ষায় মাত্র ৬ জন এবং বি,এস-সিতে মাত্র ২৮ জন প্রথম বিভাগ পাইয়াছে ; বিকম পরীক্ষায় কেহই প্রথম বিভাগ পায় নাই। ১৯৮৯ সালের এই ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সর্বমোট ৫৯ হাজার ৬৩৪ জন। তন্মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র ১৪ হাজার ৪২০ জন। ইহার মধ্যে এমন কলেজও রহিয়াছে যাহার পাসের হার শতকরা একজন মাত্র। ইহাছাড়াও ২৮টি কলেজে একজন পরীক্ষার্থীও বিকম পাস করিতে পারে নাই। এমন দুইটি কলেজেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে–যেখান হইতে বিএ ও বি,এস-সি পরীক্ষায় একজনও পাস করে নাই।

ডিগ্রী এদেশের অন্যতম উচ্চ শিক্ষা। এমনিতেই এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষা এবং সেই পরীক্ষার পাস-ফেলের সংখ্যা লইয়া দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইসব পরীক্ষায় নকল ও বহিষ্কার লইয়াও ইতস্তত কম কথা হয় না। কিন্তু তবুও ধরিয়া নেওয়া হয় যে, উচ্চ মাধ্যমিকের পর যাহারা বি,এ, বি,এস-সি, বি,কম–ইত্যাদি ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তাহারা মোটামুটিভাবে ভাল ছাত্র/ছাত্রী এবং উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত। কিন্তু ফলাফল দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মাধ্যমিক কিম্বা উচ্চ মাধ্যমিকে যেমন তেমনি ডিগ্রী পর্যায়েও দেশের লেখাপড়ার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে মাস ছয়েক বিলম্ব-ইহাকে এখন আমরা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে ফেলি না,কিন্তু পাস-ফেলের হার, প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির বেলায় প্রায় শূন্য অবস্থা এবং দুই ডজনাধিক কলেজ হইতে একজনও বিকম পাস না করার ব্যাপারটা দেশের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় কিসের আলামত–উহা ভাবিয়া আমরা উদ্বেগ বোধ না করিয়া পারিতেছি না। জানা গিয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহের অনার্স (সনাতন) পরীক্ষার ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা। কলেজ শিক্ষকেরা ক্লাসে কি পড়ান কাহারা তাহা পড়ে আর ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কি ভূমিকা, তাহা নূতন করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের ভাবিয়া দেখা দরকার। আমরা জানিতে পারিয়াছি, বিদেশী পর্যবেক্ষণ টীম এদেশে আসিয়া বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরীতে খোঁজ নিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন–গোটা বছরে মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট কলেজ লাইব্রেরী হইতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স পুস্তক গ্রহণ করেন নাই–যাহা শিক্ষা প্রদানের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক। আমাদের মেডিক্যাল কলেজসমূহের ডিগ্রী যে বিদেশে স্বীকৃতি পায় না–ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের শিক্ষা পরিবেশ, সেসনজট, শিক্ষার মান ইত্যাদি সম্পর্কে বহু লেখালেখি হইয়াছে। অনুরূপভাবে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কেও ইতস্তত কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু মধ্যবর্তী ডিগ্রী লেভেলের অবস্থাও যে এতটা বিপর্যয়কর তাহা এবারের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং সেই ফলাফলের এই হতাশাব্যাঞ্জক রূপ ও স্বরূপ হইতেই অনুমান করা চলে। এখানেই প্রশ্ন, এইভাবে আর কতদিন চলিবে ?